আলমডাঙ্গায় ট্রেনে কাটা অজ্ঞাত যুবকের লাশ উদ্ধার

আলমডাঙ্গার রেল জগন্নাথপুরে ট্রেনে কেটে অজ্ঞাত এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার সকাল ৯ টার দিকে জগন্নাথপুর চেংখালী মাঠ থেকে ওই যুবকের মরদেহ উদ্ধার করে রেলওয়ে পুলিশ। পরে মরদেহ ময়না তদন্তের জন্য সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠায়।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গার কালিদাসপুর ইউনিয়নের রেল জগন্নাথপুর গ্রামের চেংখালী মাঠে কয়েকজন কৃষক মাঠে যাচ্ছিলো।
সকালে স্থানীয় লোকজন রেল লাইনের উপরে দুই হাত বিচ্ছিন্ন রক্তাক্ত লাশ দেখতে পায়।

বিষয়টি এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয়রা চুয়াডাঙ্গা রেলওয়ে পুলিশকে খরব দেয়। দুপুরে চুয়াডাঙ্গা রেলওয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে সুরতহাল রিপোর্ট সংগ্রহ করে লাশ চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। তবে নিহত যুবকের পরিচয় জানতে পারেনি পুলিশ ও স্থানীয়রা ।

চুয়াডাঙ্গা রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক নরেশ চন্দ্র দাস জানান, ভোরে খুলনা থেকে পোড়াদহগামী মালবাহী ট্রেনে কাটা পড়ে ওই যুবকের মৃত্যু হয়। পরে স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তার নাম পরিচয় শনাক্ত করা যায়নি। মরদেহ চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

দামুড়হুদায় জাল টাকা তৈরি চক্রের ৩ সদস্য আটক

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানার কুড়ুলগাছি গ্রামে অভিযানে জাল টাকা তৈরি চক্রের সদস্য, চাঁদাবাজ চক্রের হোতা, মাদক ব্যবসায়ী, পুলিশ পরিচয়ে ছিনতাইসহ এক ডজন মামলার ৩

চাঁদাবাজকে আটক করেছে পুলিশ।

আটককৃত হলো চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার কুড়ুলগাছি গ্রামের মতলেব হোসেনের ছেলে মো: মাসুদ রানা (৩৫), একই গ্রামের খোকার ছেলে মো: মানিক (২৫), আব্দুর রহিমের ছেলে আব্দুল আল মুবিন (২০)। গত রোববার রাতভর পুলিশ অভিযান চালিয়ে কুড়ুলগাছি মাঠ থেকে তাদের কে আটক করে।

এসময় তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করে চাঁদার নগদ ১০ হাজার টাকা ও ২ টি মোবাইল। এ ব্যাপারে সোমবার সকালে দর্শনা থানায় একটি চাঁদাবাজি মামলা দায়ের করা হয়েছে। দুপুরে আটককৃতদের চুয়াডাঙ্গা জেলাতে প্রেরণ করা হয়েছে।

এবিষয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মাহবুবুর রহমান কাজল নিশ্চিত করে বলেন, দর্শনা থানার কুড়ুলগাছি গ্রামের সাইফুল ইসলামের স্ত্রী সাবিনা খাতুনকে মোবাইল ফোনে তার স্বামী সাইফুলকে হত্যার হুমকি দিয়ে নগদ ১ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে মাসুদ রানা ও তার সহযোগিরা।

নগদ ৩০ হাজার টাকা চাঁদা দিয়ে পরে সবিনা খাতুন কৌশলে চাঁদার আরও ১০ হাজার টাকা দেওয়ার জন্য মাসুদ রানাকে তার বসতবাড়িতে ডাকে। এসময় স্থানীয়দের সহযোগিতায় তাদেরকে আটক করার চেষ্টা করলে মনিক আটক হলেও বাকিরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

ঘটনার পরই দর্শনা থানা পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মানিকের স্বীকারোক্তি অভিযান চালিয়ে জাল টাকার তৈরি চক্রের সদস্য, হত্যা, মাদক কারবারি, পুলিশ পরিচয় ছিনতাই মামলাসহ এক ডজন মামলার আসামি মাসুদ রানা ও আব্দুল আল মুবিন কে গ্রেফতার করে।

চুয়াডাঙ্গায় ১টি ইজিবাইকসহ আন্তঃজেলা চোর চক্রের ৫ সদস্য

গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের অভিযানে আন্তঃ জেলা চোর চক্রের ৫ সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এসময় চুরি হয়ে যাওয়া ১টি ইজিবাইক উদ্ধার করেছে চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশ। সোমবার দেড়টার চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় এক সংবাদ সম্মেলনে ওই তথ্য জানান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু জিহাদ ফকরুল আলম খান।

সংবাদ সম্মেলনে তিনি জানান, গত রোববার রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে আন্তঃজেলা চোর চক্রের ৫ সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়। এসময় উদ্ধার করা হয় একটি ইজিবাইক।

গ্রেফতারকৃতরা হলো- পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়া খেড়কিডাঙ্গী গ্রামের আবু শামার ছেলে রাজু আহমেদ (২৯), দামুড়হুদা উপজেলার শাহাপাড়ার তোফাজ্জেল হোসেনের ছেলে ফরিদ আলী (৩২), আলমডাঙ্গার আসাননগর গ্রামের মৃত নাসির উদ্দীনের ছেলে মানিক মিয়া (২১), চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার আরামপাড়ার রিয়াজ উদ্দিনের ছেলে মুকুল উদ্দিন (২৮) ও সাতগাড়ী গ্রামের মৃত গহর আলীর ছেলে রশিদ খান (৪৫)। চক্রের বাকী সদস্যদের গ্রেফতার করতে অভিযান চালানো হচ্ছে।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবু জিহাদ ফখরুল আলম খান আরও বলেন, গত ২৫ জুলাই রাতে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বোয়ালমারী গ্রামের দক্ষিণ পাড়ার মতিয়ার রহমানের ছেলে আরিফুল ইসলামের বাড়ি থেকে একটি নীল রঙের ইজিবাইক চুরি হয়।
চুয়াডাঙ্গা সদর থানার এসআই হাসানুজ্জামান ও এসআই আহসান চুয়াডাঙ্গা জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে রোববার রাতে আন্তঃজেলা চোর চক্রের ৫ সদস্যকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃতদের শিকারোক্তিতে সোমবার সকাল ১০ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার সিঅ্যান্ডবি পাড়া থেকে চুরি হওয়া ইজিবাইক উদ্ধার করা হয়।

ওসি আবু জিহাদ ফখরুল আলম খান আরও বলেন, এটা একটি সঙ্ঘবদ্ধ চোর চক্র। এই চক্রের বাকি সদস্যদের ধরতে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে। গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে মামলাসহ আদালতে পাঠানো হয়েছে।

গাংনীতে সরকারি কাজে বাঁধা- এসিল্যান্ড গিয়েই নিষ্পত্তি

গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নের পাকুড়িয়া গ্রামের ভুমিহীন মুক্তি মন্ডল বরাদ্দ পান প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বিশেষ অগ্রাধিকার প্রকল্পের আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ এর দুই শতক জমি ও ঘর। ঘর নির্মাণের জন্য স্থানীয় তহশীলদার জমির প্রস্তাবনাও দেন।

কিন্তুু কাজ করতে গিয়ে বাধাঁর মুখে পড়েন প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিস। সরকারি জমি অবৈধ দখল করে ঘর নির্মাণ কাজে বাধাঁ প্রদান করে স্থানীয় মফেজ মন্ডলের ছেলে আজিজুল হক। এসিল্যান্ড গিয়েই নিষ্পত্তি করেন সমস্যা।

জানাগেছে, গাংনী উপজেলার ধানখোলা গ্রামের মুক্তি মন্ডল নামের এক ভুমিহীনকে প্রধানমন্ত্রীর প্রকল্পের জমি ও ঘর প্রদান কাজের বাস্তবায়ন কাজ করছেন উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিস।

সোমবার দুপুরে গাংনীর পাকুড়িয়া গ্রামের মুক্তি মন্ডলের ঘর নির্মাণ কাজ শুরু করে প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিস। কিন্তু সরকারি জমি অবৈধ দখলদার আজিজুল হকের পরিবার থেকে কাজ বন্ধ করে দেন। পিআইও অফিস থেকে কাজ দেখাভালের দায়িত্বরত সহকারি শাহিনুজ্জামান উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খামনকে অবহিত করলে তিনি সহকারি কমিশনার ভুমি নাজমুল আলমকে ঘটনা স্থলে যেয়ে বিষয়টি নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দেন।

সহকারি কমিশনার (ভুমি) নাজমুল আলম গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌছান। স্থানীয়দের সাথে কথা বলেন এবং তা খুব সহজেই নিষ্পত্তি করেন। পরে ঘর নির্মাণ কাজ শুরু করে পিআইও অফিস।

কুষ্টিয়ায় চিপস কারখানায় অভিযান, মালিকের জরিমানা

কুষ্টিয়া সদর উপজেলায় অনুমোদনহীন একটি চিপস কারখানায় অভিযান চালিয়ে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতর।

সোমবার দুপুরে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতর কুষ্টিয়া জেলা শাখার সহকারী পরিচালক কাজী রকিবুল হাসানের নেতৃত্বে এ অভিযান চালানো হয়।

অভিযানে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা সহায়তা করেন।

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতর কুষ্টিয়া জেলা শাখার সহকারী পরিচালক কাজী রকিবুল হাসান জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সদর উপজেলার কবুরহাট এলাকার ‘বিসমিল্লাহ চিপস’ নামের ওই কারখানায় অভিযান চালানো হয়। এসময় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে চিপস তৈরি করার অপরাধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৪২ ও ৪৩ ধারা মোতাবেক ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে এমন অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি।

গাংনীতে জাতীয় শোক দিবস পালনের প্রস্তুতি সভা

জাতীয় শোক দিবস পালনের লক্ষ্যে প্রস্তুতি সভা করেছে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা প্রশাসন। আজ সোমবার সকালে উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথী ছিলেন মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকন।

বিশেষ অতিথী ছিলেন, গাংনী উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এম এ খালেক, সাবেক সংসদ সদস্য মকবুল হোসেন, গাংনী পৌরমেয়র আহাম্মেদ আলী, গাংনী থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বজলুর রহমান।

সভায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে উপজেলা পরিষদ এবং মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পনের সিদ্ধান্ত গ্রহীত হয়েছে। এছাড়াও সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পতাকা উত্তোলন, আলোচনা সভা, ছাত্রছাত্রীদের কবিতা আবৃত্তি ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ভার্চুয়ালী করার সিদ্ধান্ত হয়।

গাংনীর সাহারবাটিতে গৃহবধুর মরদেহ উদ্ধার

গাংনীর সাহারবাটি গ্রামে স্বর্ণালী খাতুন (১৮) নামের এক গৃহবধুকে শ্বাস রোধ করে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। সোমবার বেলা ১১ টার সময় এঘনা ঘটে। নিহত স্বর্ণালী খাতুন সাহারবাটি গ্রামের শুকুর আলী ওরফে পটলের মেয়ে ও আলী হোসেনের স্ত্রী। নিহত স্বর্ণালীর মরদেহ স্বামীর বাড়ি থেকে উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পেরণ করণ করেছে পুলিশ ।

শশুর বাড়ির লোকজন তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছে এমন অভিযোগ করেন স্বর্ণালীর পিতা শুকুর আলী পটল। বেলা ১১ টার সময় স্বামীর বাড়িতে গলায় ওড়না পেচিয়ে আত্নহত্যা করেছে বলে পুলিশকে খবর দেয় স্থানীয়রা। গাংনী থানা পুলিশের একটি টীম ঘটনাস্থলে গিয়ে স্বর্ণালীর মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে।

স্বর্ণালী খাতুনের চাচাতো ভাই মিঠুন জানায়, ৯/১০ মাস আগে স্বর্ণালীর সাথে বিয়ে হয় প্রতিবেশি আলী হোসেনের সাথে। সোমবার সকালে স্বর্ণালীর মৃত্যুর খবর শুনি। শশুর বাড়ির লোকজন বিষয়টিকে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মারা যাবার গুজব রটায়। পরে তার গলায় আঘাতের চিহ্ন থাকায় লাশ উদ্ধার করে গাংনী থানায় নিয়ে আসে। এঘটনার পর থেকে স্বর্ণালীর স্বামী পক্ষের লোকজন পলাতক রয়েছে। তবে বিষয়টিকে

আত্নহত্যা বলে দাবী করেছে স্বর্ণালীর শশুর বাড়ির লোকজন।

তবে হত্যা না কি আত্নহত্যা এই নিয়ে দ্বিধা দ্বন্দে রয়েছে স্থানীয়রা।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ(ওসি) বজলুুর রহমানকে একাাধিক বার মোবাইল করা হলে তিনি সাংবাদিকদের মোবাইল কল রিসিভ করেননি। পরে থানায় যাওয়া হলেও তাকে থানায় পাওয়া যায়নি।

ডিউটি অফিসার নাসির উদ্দিন জানান, একটি অপমৃত্যু মামলা দেখিয়ে মরদেহ ময়না তদন্তের জন্য মেহেরপুর মর্গে পেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরের ভৈরব নদ এখন কচুরিপানা ও পাট জাগের দখলে

কোটি কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে পূর্ণঃখননকৃত মেহেরপুর ভৈরব নদে কচুরিপানায় ভরে যাওয়ায় ভৈরব নদ তার প্রকৃত জৌলুস হারাচ্ছে। একাধিক স্থানে পাট জাগ দেওয়ায় ভৈরব নদের পানির রং বিবর্ণ হয়ে গন্ধ ছড়াচ্ছে।এক সময়ের প্রমত্তা ভৈরব নদের বুকে বড় বড় জাহাজ যাতায়াত করত।

কালের বিবর্তনে ভৈরব নদ বিলীন হয়ে সেখানে ধান, পাট সহ বিভিন্ন ধরনের শাক সবজির আবাদ শুরু হয়েছিল। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের প্রচেষ্টায় ভৈরব নদ পূর্ণঃখনন করা হয়।মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার রশিকপুর থেকে শুরু করে মেহেরপুর সদর উপজেলা হয়ে গাংনী উপজেলার কাথুলী পর্যন্ত ভৈরব নদ পূর্ণঃখনন করা হলে ভৈরব নদের আসল চেহারা যেমন ফুটে উঠেছিল, ঠিক তেমনই ভৈরব নদের দেশি মাছের স্বাদ আবারো মেহেরপুর বাসী গ্রহণ করতে শুরু করেছিল।

বর্তমানে বর্ষার পূর্ণ মৌসুমে ভৈরব নদ তার পূর্ণ যৌবন ফিরে পাওয়ার কথা থাকলেও বর্ষার মৌসুমে ভৈরব নদ যেন পূর্ণ যৌবন

হারিয়ে বার্ধক্যে উপনীত হয়েছে। কেননা ভৈরব নদের বুকে এখন কচুরিপানা আর আগাছায় ভরে গেছে। যে সময় ভৈরব নদের রূপ রসে ভরে থাকার কথা, ঠিক সেই মুহুর্তে ভৈরব নদ এখন কচুরিপানার আবর্তে পড়ে রয়েছে।এছাড়া মেহেরপুর সদর উপজেলার রাজাপুর, রাধাকান্তপুর সহ মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বিভিন্ন প্রান্তে অবৈধভাবে পাট জাগ দেয়ার ফলে পানি দিয়ে পচা গন্ধ বের হতে শুরু করেছে। পানির দুর্গন্ধ এবং কচুরিপানার ফলে অনেক স্থানে মাছ মরে যেতে দেখা গেছে। ভৈরব নদের বুকে জমে থাকা কচুরিপানা অপসারণ করা সহ পাট জাগ দেওয়া বন্ধ করার জোর দাবি উঠেছে।

মেহেরপুরে করোনায় আক্রান্ত হয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শিক্ষক নেতার মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে করোনায় আক্রান্ত হয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাবেক সভাপতি মহিবুল হক মাষ্টার মারা গেছেন।

আজ (৯আগস্ট) সোমবার সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় চুয়াডাঙ্গার একটি হাসপাতালে তিনি মারা যান।
বীর মুক্তিযোদ্ধা মহিবুল ইসলাম মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার ইউনিয়নের হোগলবাড়ীয়ায় গ্রামের হাজীপাড়ার মৃত হারুন-অর-রশিদের ছেলে।

বীর মুক্তিযোদ্ধা মহিবুল ইসলামের ভাই মনিরুজ্জামান আতু জানান,মুক্তিযোদ্ধা মহিবুল ইসলাম বাওট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন কর্মরত ছিলেন,এরপরে সাহারবাটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি বর্তমানে গাংনী পৌরসভা এলাকার চৌগাছা গ্রামে বসবাস করে আসছেন। করোনায় আক্রান্ত হলে কয়েকদিন আগে উন্নত চিকিৎসার জন্য চুয়াডাঙ্গার একটি হাসপাতালে ভর্তি হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

বীর মুক্তিযোদ্ধা মহিবুল ইসলামের মৃত্যুতে শিক্ষক সমিতি নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ শোক প্রকাশ করেছেন।

কুষ্টিয়ায় বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের জন্মবার্ষিকী পালন

কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসন ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আয়োজনে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের ৯১তম জন্মবার্ষিকী পালন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা, সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়েছে।
রবিবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলামের সভাপতিত্বে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমপি।

এসময় পুলিশ সুপার মো: খাইরুল আলম, কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মোছাঃ শারমিন আখতার, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) মোঃ সিরাজুল ইসলাম. স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক মৃণাল কান্তি দে, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আর. এম. সেলিম শাহনেওয়াজ, সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আতাউর রহমান আতা, কুষ্টিয়া সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সাধন কুমার বিশ্বাস, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপপরিচালক নুরে সফুরা ফেরদৌসসহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠান শেষে প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত ৪০ জন মহিলার মাঝে সেলাই মেশিন ও ৩০ জন নারীকে প্রত্যেককে নগদ একাউন্টের মাধ্যমে দুই হাজার করে টাকা প্রদান করা হয়।